পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

ইসলামী বাল্য শিক্ষা

অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

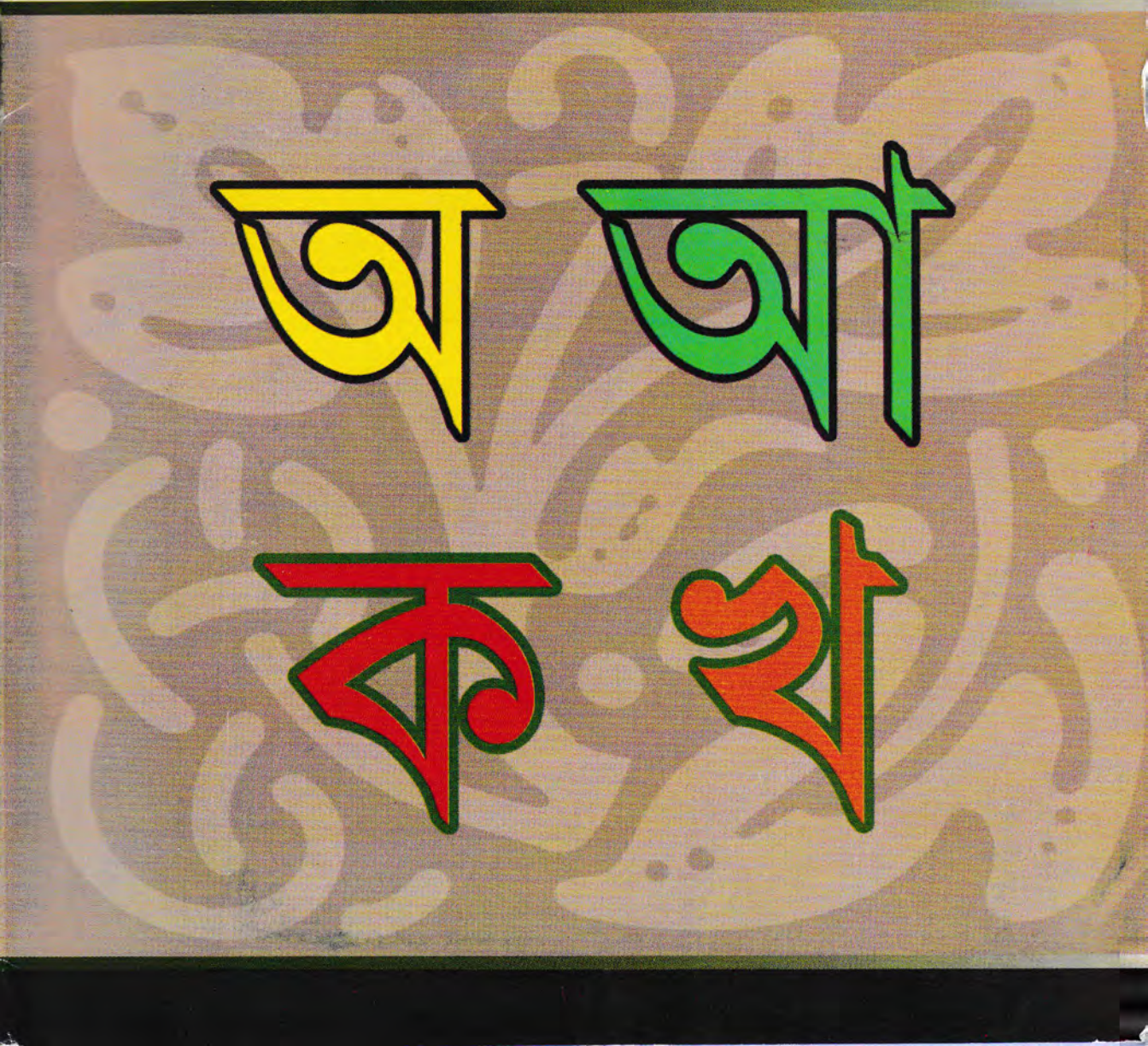

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
ফোন: ৭১১২৭৬২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯৬৪৬৩৯৬, ০১১৯০৩৬৮২৭২
ওয়েবসাইট: www.tawheedpublications.com

সম্পাদনায়
মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বি, এ, বি, টি (রহ.)
সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত

সর্বস্বত্ব ঃ লেখকের

৮ম সংস্করণ-২০১৩ জানুয়ারী

মুদ্রণে
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫ টাকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

অ	আ
অলস বড় হয় না কভু	আল্লাহ মোদের সবার প্রভু
ই	ঈ
ইসলাম রবি জীবন পথে	ঈমান আনো কিয়ামতে
উ	ঊ
উট চলেছে ইরাক শাম	ঊষায় লহ আল্লাহর নাম
ঋ	ঌ
ঋণ হতে বেঁচে চল	ঌ বসাবে কোথায় বল?

এ	ঐ
এশার নামায পড় মণি	ঐ শোন আযান ধ্বনি
ও	ঔ
ওহী আসে নবীর কাছে	ঔষধ সব ওতেই আছে
ক	খ
কলম দ্বারা জেহাদ কর	খঞ্জর হলে তাহাও ধর
গ	ঘ
গর্ব করা নয়কো ভাল	ঘরে জ্বালো জ্ঞানের আলো
ঙ	চ
ঙ যেন পাগড়ী মাথে	চলছে ধেয়ে কাবার পথে

ছ	জ
ছল চাতুরী লুট লোপাট	জগত জুড়ে জমজমাট
ঝ	ঞ
ঝগড় করা নোংরা কাজ	ঞ-এর পিঠে ডবল ভাঁজ
ট	ঠ
টলিওনা দুঃখ শোকে	ঠকায় যত মন্দ লোকে
ড	ঢ
ডংকা বাজাও বিশ্বে ফের	ঢল নেমে যাক ইসলামের
ণ	ত
মণির খনি হাদীস কুরআন	তলব কর পথের নিশান

থ	দ
থলেয় ভর পুণ্য মতি	দরূদ পড় নবীর প্রতি
ধ	ন
ধনীরা দাও হাসান করয	নফল পুরায় কমতি ফরয
প	ফ
পর্দা কর মা বোন সবে	ফল হিসেবে জান্নাত পাবে
ব	ভ
বল, আল্লাহ যোগান আহার	ভয় রাখি কেবল তাঁহার
ম	য
মক্কার ঐ পুণ্য ঘরে	যত মু'মিন তাওয়াফ করে

র	ল
রং তামাশা বাদ্য বাজ	লজ্জাহীনের এটাই কাজ
ব	শ
বলার আগে নিজেই কর	শরার ছাঁচে জীবন গড়
ষ	স
ষড় রিপু ধ্বংস আনে	সত্য জয়ী সর্বখানে
হ	ড়
হক বাতিলের লড়াই আজ	ঝড়ের বেগে সাজরে সাজ
ঢ়	য়
গাঢ় মেঘে হান্ আঘাত	ঘুচিয়ে দেরে জুলুম রাত

ৎ	ং
ধনি গরীব তফাৎ নাই	হিংসা-মুক্ত সমাজ চাই
ঃ	ঁ
দুঃখ কিরে অবশেষে	চাঁদ উঠিবে ভাগ্যাকাশে

শিক্ষকগণের প্রতি অনুরোধ অ হইতে ঁ পর্যন্ত কথাগুলি শিক্ষার্থীগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবেন।

স্বরবর্ণ

অ আ	ই ঈ	উ ঊ
ঋ	এ ঐ	ও ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়
ৎ	ং	ঃ	ঁ	

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরীক্ষা

ম	ঠ	ক	খ	ড়	ঘ
এ	ঃ	ঢ	ঞ	দ	ফ
ঈ	ধ	হ	ঊ	জ	ই
ল	ট	থ	র	ঋ	স
ঙ	শ	ব	গ	ঊ	ও
য়	ং	ণ	ত	ছ	প
ঝ	ন	ৎ	ভ	চ	অ
ড	আ	য	ঐ	ঔ	ষ
ঢ়	ঁ				

বাংলা অক্ষর মোট ৫০টি

পূর্ণ মাত্রাযুক্ত অক্ষর ৩২টি

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ
ক	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
ট	ঠ	ড	ঢ	ত	ন
ফ	ব	ভ	ম	য	র
ল	ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়					

অর্ধ মাত্রাযুক্ত অক্ষর ৮টি

ঋ	খ	গ	ণ	থ	ধ	প	শ

মাত্রাবিহীন অক্ষর ১০টি

এ	ঐ	ও	ঔ	ঙ	ঞ
ৎ	ং	ঃ			

একই ধরনের অক্ষরগুলির পার্থক্য নিরূপণ

ত = । = অ	অ + া = আ
হ + ˜ = ই	হ + । = থ
এ + ঙ = ঞ	এ + ৈ = ঐ
চ + ২ = ছ	ও + ৈ = ঔ
ব + ১ = ক	ব + · = র
ব + । = ঝ	ব + ৎ = ধ
ঢ + · = ঢ়	ঢ + ˜ = ট
ড + · = ড়	ড + ˜ = উ
য + · = য়	য + ` = ষ

স্বর সংযোজন বা বানান শিক্ষা

া	ি	ী	ু	ূ	ৃ	ে	ৈ	ো	ৌ	ং	ঃ	ঁ
কা	কি	কী	কু	কূ	কৃ	কে	কৈ	কো	কৌ	কং	কঃ	কঁ
খা	খি	খী	খু	খূ	খৃ	খে	খৈ	খো	খৌ	খং	খঃ	খঁ
গা	গি	গী	গু	গূ	গৃ	গে	গৈ	গো	গৌ	গং	গঃ	গঁ
ঘা	ঘি	ঘী	ঘু	ঘূ	ঘৃ	ঘে	ঘৈ	ঘো	ঘৌ	ঘং	ঘঃ	ঘঁ
চা	চি	চী	চু	চূ	চৃ	চে	চৈ	চো	চৌ	চং	চঃ	চঁ
ছা	ছি	ছী	ছু	ছূ	ছৃ	ছে	ছৈ	ছো	ছৌ	ছং	ছঃ	ছঁ
জা	জি	জী	জু	জূ	জৃ	জে	জৈ	জো	জৌ	জং	জঃ	জঁ
টা	টি	টী	টু	টূ	টৃ	টে	টৈ	টো	টৌ	টং	টঃ	টঁ
তা	তি	তী	তু	তূ	তৃ	তে	তৈ	তো	তৌ	তং	তঃ	তঁ
থা	থি	থী	থু	থূ	থৃ	থে	থৈ	থো	থৌ	থং	থঃ	থঁ
পা	পি	পী	পু	পূ	পৃ	পে	পৈ	পো	পৌ	পং	পঃ	পঁ
বা	বি	বী	বু	বূ	বৃ	বে	বৈ	বো	বৌ	বং	বঃ	বঁ

অ–কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

জন	ছয়	কত	ফল
বন	নয়	শত	জল
পণ	দশ	মত	বল

এক জন। ছয় জন। কত জন হল? বড় বন। কত ফল। পণ কর। বড় হব। বই পড়। ঈদ এল। ঘর চল। সব জড় হও। পণ কর আর ঋণ নয়। দর কত? একশত।

ঝড় বয় শন শন,
পথ চল হন হন।

ছয় আর নয়
বল কত হয়?

অধর	আপন	কলস	সরস
অপর	আসল	কলম	সহজ
অমর	আতপ	কদম	সরল

বয়স কত? দশ বৎসর। আর ওজর নয়, এখন ফরয পড়। সহজ সরল পথ ধর। আপন জনম গড়। আজ বড় গরম। হযরত ওমর বড় সহচর। অলস বড় অধম। সব সময় ভয় কর, এই কখন মরণ এল।

শত শত জন,
সব এক মন,
বড় সংগঠন।

উঠ অধম অলস।
ভর সকল কলস।

া – আ – কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

পাকা	ডাব	মামা	হালাল	আযান	যাকাত
আতা	তাল	জামা	হারাম	নামায	খাবার

আমার নাম কামাল। চাচা বই খাতা আন। জামা পর। মাদরাসা চল। কয়টা বাজল? চারটা বাজল। মামা আযান দাও। আসর নামায পড়ব। হালাল খাও। হারাম খাইওনা। যাকাত আদায় কর। মা বাবায় ভালবাস। মাল দান কর।

ডাব কলা আতা জাম,
তাল শশা পাকা আম।

ি = ই – কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

পড়ি	আমি	ছড়ি	মিলি	কঠিন	কিয়ামত
লিখি	করি	ছাতি	মিশি	দিবস	যিয়ারত

আমি লিখি আর পড়ি। ছাতি আর ছড়ি আন। মসজিদ যাইব। মাগরিব নামায পড়িব। মতির বাড়ি বরিশাল জিলা। পিতা–মাতার কবর যিয়ারত কর। কিয়ামত দিবস বড়ই কঠিন।

চিড়া দধি চিনি।
কড়ি দিয়া কিনি।

মিলি মিশি করি কাজ।
হারি জিতি নাহি লাজ।

ী = ঈ–কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

বাণী	আলী	দীন	হাদীস	ইসলামী
গাভী	রীতি	জীব	সাহাবী	উপকার
সাথী	নীতি	শীত	সাহসী	রাজশাহী

হাদীস নবীর বাণী। কত দীন হীন আরব ঈমান আনিল। তাহারা নবীর সাথী হইয়া সাহাবী হইল। ইসলামী রীতি নীতি অতি সহজ। হযরত আলী অতীব বলশালী ছিলেন। গাভী বড় উপকারী জীব। শরীয়ত মানিয়া চল। রাজশাহী বড় শহর। আজ ভীষণ শীত। শহীদগণ বড় ঈমানদার। তাহারা ভীত হন না।

ু = উ–কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

মধু	ফুল	মুড়ি	গরু	লুচি	মুনিব	মুসলিম
গুড়	হুল	পুরি	কটু	রুচি	মজুর	মুশরিক

মধু আর ফুল।
নাই সমতুল।

গুড় আর মুড়ি।
লুচি আর পুরি।

সব ছাড়ি শুধু।
খাও দুধ মধু।

দুনিয়ার মুসলিম ভাই ভাই
মুনিব মজুর তফাৎ নাই।

ৎ = ঊ–কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

নূর	কূল	ধূপ	ভূমি	ধূসর	নূতন
দূর	মূল	দূত	সূতা	ময়ূর	ভূষণ

দূর বহু দূর। আরব মরুভূমি। মদীনায় রবের দূত আসিল। মহাসাগর। কূল কিনারা নাই। একটি ময়ূর। তার বড় রূপ। চরকায় সূতা কাটি। ভূমি চাষ কর। মূলা বীজ বুনিব। নূতন ভূষণে নূতন বধু। তার বড় লাজ।

ং = ঋ–কর যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

মৃত	বৃষ	কৃত	দৃঢ়	তৃণ	বৃথা	বৃহৎ
ধৃত	কৃশ	ঘৃত	গৃহ	হৃত	ঘৃণা	কৃপণ

কৃপণ সবার ঘৃণা কুড়ায়। মুজাহিদগণ দৃঢ় ঈমানদার। তাহারা গৃহ ছাড়িল। দুশমনরা বৃহৎ দল লইয়া বৃথা লড়িল। কতক তৃণবৎ মৃত পড়িয়া রহিল। বহু ধৃত হইল।

বৃষ খায় তৃণ
কৃপণতা ঘৃণ

কৃশ বল–হৃত
খাও দধি ঘৃত।

ে = এ–কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

বেলা	মিলে	মুখে	শেষ
খেলা	ফিরে	বুকে	দেশ
সেবা	নিয়ে	সুখে	কেশ

বেলা গেল। খেলা ছেড়ে ঘরে ফিরে এস। ওযূ করে মসজিদে যাও। নামায শেষ করে বই নিয়ে পড়তে বস। কলম দিয়ে লেখ। ইয়াতীম ছেলে মেয়ের সেবা কর। কেশে তেল দাও।

মুখে হাসি বুকে বল
সুখে দুখে অবিচল।

লেখাপড়া করে শেষ
সবে মিলে গড় দেশ।

ৈ = ঐ–কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

তৈল	দৈ	দৈনিক	বৈশাখ	অবৈধ
খৈল	খৈ	শৈশব	ভৈরব	বৈষয়িক

সরিষা হইতে তৈল ও খৈল হয়। শৈশব হইতে লেখাপড়ায় মন দাও। কৈশোর হইতেই দৈনিক নামায পড়। অবৈধ কাজ ছাড়িয়া দাও। দৈ দিয়া খৈ খাও। তৈল দিয়ে কৈ মাছ ভাজ। বৈশাখ মাসে ঝড় হয়। বৈষয়িক কাজে পিতা মাতার সহায়তা কর। ভৈরব বাজার বড় কারবারের জায়গা।

ো = ও–কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

ছোট	গোল	ভোর	লোক	রোযা
খোকা	যোগ	দোর	শোক	সোজা

ছোট খোকা ভোর বেলা কুরআন পড়ে। আরো বই পড়ে। ভূগোল শিখে। যোগ ও বিয়োগ শিখে । না বলিয়া কাহারো ছোট খাটো জিনিসও লইওনা। ইহা বড় দোষ। লোকে চোর বলিবে। বড় শোরগোল হইবে।

নবীর পথই সরল সোজা,
মু'মিন ধর নামায রোযা।

ৌ = ঔ– কার যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

মৌমাছি	সৌরভ	মৌন	যৌবন
মৌচাক	গৌরব	ধৌত	মৌলবী

মৌমাছি মৌচাকে মধু তৈরী করে। যিনি কুরআন হাদীস জানেন তাহাকে মৌলভী বলে। যৌবন কালকে সৎ কাজে লাগাও। চারিদিকে সৌরভ ছুটিবে। অযথা গৌরব করিও না। খারাপ কথা বলার চেয়ে মৌনতা অনেক ভাল। ওজুর জায়গাগুলি ভাল ভাবে ধৌত করিবে।

ং – যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

মাংস	অংশ	সংসার	হিংসা	বংশ	অহংকার

শুকর মাংস খাওয়া নিষেধ। আল্লাহর কোন অংশীদার নাই। হিংসা করা মহা পাপ। বংশের গৌরব করিওনা। অহংকারী লোক বেহেশ্‌ত পাইবে না। পরকালে সুখ চাহিলে এই সংসারে তৈরী হও।

ঃ – যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

দুঃখ	দুঃসহ	বয়ঃসীমা
পুনঃ	দুঃশীল	অধঃপতন

কাফিরদের দৌলত দেখিয়া দুঃখিত হইও না। কুরআন মাজীদে নামাযের পুনঃ পুনঃ তাগিদ রহিয়াছে। ঢাকের আওয়াজ মু'মিনের নিকট দুঃসহ। দুঃশীলের সাথী হইও না। মরণের কোন বয়ঃসীমা নাই। ঈমানহীন জাতির অধঃপতন ঘটে।

ঁ – যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

চাঁদ	পাঁচ	খাঁচা	চাঁদা	দাঁত
খুঁত	কাঁদা	আঁখি	ধোঁকা	সাঁকো

সময় নিরূপণহেতু আল্লাহ চাঁদ তৈরী করিয়াছেন। পাঁচবার নামাযের আগে দাঁতন করা সুন্নত। পরাধীন মানুষ খাঁচার

পাখীর মত। আল্লাহর নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুআ কর। আঁখি মেলিয়া দেখ আকাশ ও পৃথিবীর তৈরীতে কোন খুঁত নাই। শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়। সৎ কাজে চাঁদা দাও।

য – য– ফলা যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

পুণ্য	হত্যা	সত্য	মিথ্যা	সাধ্য
অন্যায়	অগত্যা	অবাধ্য	জঘন্য	অত্যাচার

অন্যায় অত্যাচার ছড়ানো হত্যার চেয়ে জঘন্য। সব সময়ে সত্য বলিবে। অগত্যা মিথ্যা বলিবে না। পুণ্য কাজের আদেশ দাও, অন্যায় হইতে বিরত কর। সকল জিনিসের মধ্যমই সবচেয়ে ভাল। সাধ্যমত পিতা–মাতার কথা মান্য কর, কখনও অবাধ্য হই না।

ব্র – র–ফলা যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

নম্র	ভাদ্র	অগ্র	প্রাপ্য	দরিদ্র	শ্রাবণ
ভদ্র	রৌদ্র	শীঘ্র	নিদ্রা	শ্রমিক	প্রখর

সরলতা নম্রতা ভদ্রতা মু'মিনের গুণাবলী। অপরের ছিদ্র খুঁজিওনা, অগ্রে নিজেকে সংশোধন কর। নিদ্রার আগে ও পরে দুআ পড়িবে। শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাইবার আগে

তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দাও। খলিফাগণ দরিদ্র জীবন যাপন করিতেন। মুশরিকগণ হযরত বেলালকে প্রখর রৌদ্রে পাথর চাপা দিয়া রাখিত।

র্ – রেফ – যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

গর্ব	পূর্ণ	তর্ক	পর্দা	অর্জন	কর্কশ	আকর্ষণ
দর্প	চূর্ণ	ধর্ম	কর্তা	বর্জন	বর্ষণ	অনর্থক

মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরয। গর্ব ও দর্পকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না। কোমলতা অর্জন করিলে সকলকে আকর্ষণ করিতে পারিবে, কর্কশ হইলে তোমাকে সকলে বর্জন করিবে। কাজেই ভাল কথায় মানুষকে সতর্ক কর, অনর্থক তর্ক বিতর্ক করিও না। কিয়ামতের মুহূর্তে পর্বতগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। মু'মিনের জীবন সার্থক, মুশরিকের জীবন ব্যর্থ।

ল – ফলা যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

ক্লেশ	শুক্ল	অশ্লীল	গ্লানি	অম্লান	আহ্লাদ

মুখ ও হাত দিয়ে মু'মিন কাহাকেও ক্লেশ দেয় না। সাহাবীগণ অম্লান বদনে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। নামায

অশ্লীলতা ও জঘন্য কাজ হইতে বিরত রাখে। সুসংবাদে অত্যধিক আহ্লাদ প্রকাশ করিও না। ছেলেমেয়ের মন্দ আচরণে পিতা মাতার গ্লানি হয়।

ব – ফলা যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

অশ্ব	স্বর	স্বভাব	ঐশ্বর্য
বিশ্ব	শ্বেত	দ্বিধা	নশ্বর

আরবীয় অশ্ব বিশ্ব বিখ্যাত। দুনিয়ার ঐশ্বর্য অতি নশ্বর। মু'মিনের স্বভাব মানুষের উপকার করা। শ্বেত, পীত, কালো সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর নির্দেশ পালনে দ্বিধা করিও না। মধুর স্বরে কুরআন মাজীদ পাঠ কর।

ম – ফলা যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

জন্ম	আত্মীয়	উন্মাদ	আত্মা	স্মরণ	আকস্মিক

আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় জন্ম লাভ করেন। পুণ্য আত্মার অধিকারী আল্লাহর প্রিয়। গরীব আত্মীয়গণকে সর্বাগ্রে দান কর। আল্লাহর কথা সব

সময় স্মরণে রাখ। আকস্মিক মৃত্যু হইতে প্রভুর নিকট পানাহ চাও।

ন–ফলা যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

অগ্নি	মগ্ন	রত্ন	স্নেহ
ভগ্নি	ভগ্ন	যত্ন	বিঘ্ন

দোযখের অগ্নি হইতে নিজেকে ও পরিবার বর্গকে বাঁচাও। ছোটদের স্নেহ করা বড়দের মান্য করা মুসলিমের কাজ। নবীজি হেরা গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হইতেন। সঠিক ইসলাম প্রচারে কাফেরগণ বহু বাধা বিঘ্ন ঘটায়। কুরআন অমূল্য রত্নের খণি। কিয়ামত অবধি আল্লাহ ইহাকে সযত্নে রাখিবেন।

দুই ব্যঞ্জন বর্ণ যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

(সংযুক্ত হইলে যেগুলির রূপ পরিবর্তন হয়)

(ক + ত = ক্ত)

রক্ত	তিক্ত	ত্যক্ত	শক্তি	বিরক্তি
শক্ত	রিক্ত	মুক্তা	ভক্তি	কটূক্তি

শহীদগণের রক্তের উপরই ইসলাম কায়েম হয়। সত্য কথা বলিবে যদিও তাহা তিক্ত হয়। রিক্তগণকে দান কর, তাহারা ত্যক্ত করিলেও বিরক্ত হইওনা। আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিলে মুক্তি মিলিবে, মণি মুক্তা খচিত জান্নাত লাভ করিবে। পিতা মাতা শক্তি হীন হইয়া পড়িলেও তাহাদিগকে কটূক্তি করিবে না, খুব ভক্তি করিবে।

(ক + র = ক্র)

ক্রয়	বিক্রয়	অতিক্রম
বক্র	বিক্রম	শুক্রবার

আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করিয়াছেন। হে আল্লাহ! হেদায়েত দানের পর আমাদের দিলকে বক্র করিয়া দিও না। বদর, ওহুদ, খায়বারে মুসলিমগণ বীরবিক্রমে লড়িয়োছেন। আল্লাহর কাজে পথ অতিক্রম করা নফল ইবাদত হইতে শ্রেয়। শুক্রবার জুমুআর নামাযে হাজির হও।

(ক + ষ = ক্ষ)

ক্ষমা	শিক্ষা	রক্ষক	প্রত্যক্ষ
ক্ষুদ্র	পরীক্ষা	ভক্ষণ	পরোক্ষ

আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকেও তিনিই লালন পালন করিতেছেন। তিনিই আমাদের রক্ষক। তাঁহার দেওয়া রুজিই আমরা ভক্ষণ করিতেছি। মু'মিনদিগকে ভয় ভীতি ও ক্ষুধা দিয়া তিনি পরীক্ষা করেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে সকলের কথা শুনেন। পরোক্ষভাবে তাঁহাকে ডাকিও না।

(গ + ধ = গ্ধ)

দুগ্ধ	দগ্ধ	মুগ্ধ

দুগ্ধ আল্লাহর বড় অবদান। মধুর ব্যবহারে সকলের মন মুগ্ধ কর। অনুশোচনায় দগ্ধ হইলে আল্লাহ পাপীকেও ক্ষমা করেন।

(ঙ + ক = ঙ্ক)

অঙ্ক	কলঙ্ক	অহঙ্কার	শঙ্কা	ভয়ঙ্কর	অলঙ্কার

কুরআন ও হাদীসের সাথে সাথে ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্কও শিখিয়া লও। দুনিয়া ও আখেরাতে মু'মিনের শঙ্কার কারণ নাই। অশ্লীল আচরণে বংশের কলঙ্ক করিও না। কবরের

আযাব অথি ভয়ঙ্কর। অহঙ্কারী ব্যক্তি জান্নাতে যাইবেনা। ভাল চেলেমেয়ে মাতার বড় অলঙ্কার।

(ঙ + গ = ঙ্গ)

অঙ্গ	মঙ্গাল	পূর্ণাঙ্গ	সঙ্গ	সঙ্গীত	অঙ্গীকার

অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাগুলো ভালভাবে ধৌত করিবে। অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ কর। সাধ্যমত অপরের মঙ্গাল কর। অশ্লীল সঙ্গীতে কখনও কান দিও না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মুনাফিক অঙ্গীকার করিয়া ভঙ্গ করে।

(জ + ঞ = জ্ঞ)

জ্ঞান	বিজ্ঞান	প্রতিজ্ঞা	অজ্ঞ	কৃতজ্ঞতা	সংজ্ঞা

দোলনা হইতে মৃত্যু অবধি জ্ঞানার্জন কর। বিজ্ঞানের সাধনা আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে । অজ্ঞ ও বিজ্ঞ কখনও সমান নহে। আল্লাহর অসংখ্য অবদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(ঞ + চ = ঞ্চ)

বঞ্চিত	অঞ্চল	সঞ্চার	সঞ্চয়	চঞ্চল	পঞ্চম

ধনীদের মালে বঞ্চিতদের অধিকার রহিয়াছে। সঞ্চিত মালের যাকাত দাও। চঞ্চল মানুষ সাফল্য লাভ করে না। হযরত

ওমরের নামে যালেমদের প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইত। ওমর ইবনে আবদুল আযীয পঞ্চম খলিফা।

(ঞ + ছ = ঞ্ছ)

বাঞ্ছা	লাঞ্ছনা	বাঞ্ছনীয়

আল্লাহ মু'মিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আল্লাহর হুকুম অমান্য করিলে ইহ-পরকালে লাঞ্ছিত হইবে। কুফরী শাসনের অধীনতা হইতে শহীদী মৃত্যু বাঞ্ছনীয়।

(ঞ + জ = ঞ্জ)

খঞ্জ	গঞ্জ	ভঞ্জন	খঞ্জন	গঞ্জনা	পুঞ্জীভূত

খঞ্জকে পথ চলিতে সাহায্য কর। অসাক্ষাতে কাহারো গঞ্জনা করিও না। আল্লাহ তাআলা বিপন্নের বিপদ ভঞ্জন করেন। অবৈধ উপায়ে ধনমাল পুঞ্জীভূত করিওনা।

(ত + ত = ত্ত)

উত্তম	উত্তীর্ণ	আপত্তি	নিবৃত্ত
সত্তর	প্রদত্ত	উত্তাপ	দুর্বৃত্ত

আল্লাহ ভীরুগণ সমাজের উত্তম লোক। সূর্য থেকে আমরা প্রয়োজনীয় উত্তাপ পাই। আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মানব জীবনের সাফল্য। যাহাকে দ্বীনের জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাকে অশেষ কল্যাণ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যায় কাজ হইতে সকলকে সাধ্যমত নিবৃত্ত কর।

(ত + র = ত্র)

শত্রু	চরিত্র	পবিত্র	পৌত্র
মিত্র	কৃত্রিম	যাত্রী	দৌহিত্র

শত্রুর সঙ্গে ভাল আচরণ করিলে সে মিত্র হইয়া যায়। আল্লাহ কৃত্রিম কাজ গ্রহণ করেন না। তিনি সকল দোষত্রুটি হইতে পবিত্র। হযরত ইমাম হোসেন আবূ তালেবের পৌত্র এবং নবীজির দৌহিত্র। দুনিয়ার সকল মানুষ পরপারের যাত্রী।

(দ + ধ = দ্ধ)

বুদ্ধি	শুদ্ধ	বিরুদ্ধ	বৃদ্ধ	যুদ্ধ	শ্রদ্ধ

আল্লাহর নির্দেশ পালনে বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ কর। বৃদ্ধ পিতামাতাকে তিল পরিমাণ দুঃখ দিওনা। নবীজি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি সারা দুনিয়ার শ্রদ্ধার পাত্র।

(ণ + ড = ণ্ড)

ভণ্ড	দণ্ড	খণ্ড	পণ্ডিত	কাণ্ড	পাষণ্ড

নবীজির হাতের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইল। পাষণ্ডরা বলিল, ইহা যাদুর কাণ্ড। কুরআন পাঠের সময় গণ্ডগোল করিওনা। কাফিরগণকে আল্লাহ কঠিন দণ্ড দিবেন। হযরত আলী বড় পণ্ডিত ছিলেন।

(ন + থ = ন্থ)

গ্রন্থ	মন্থন	পন্থা	গ্রন্থি	পান্থ	কন্থা

কুরআন মাজীদ সবচেয়ে বহুল পঠিত গ্রন্থ। এই পৃথিবী পান্থশালা মাত্র। কুরআন হাদীস মন্থন করিলে পথের সন্ধান মিলিবে। সততাই সর্বোত্তম পন্থা।

(স + থ = স্থ)

স্থান	স্থাপন	আস্থা	স্থূল	স্থির	উপস্থিত

আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা রাখ। ঈমান আন, অতঃপর ইহার উপর স্থির থাক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মসজিদে উপস্থিত হও। মক্কা, মদীনা পবিত্র স্থান।

(ন + ধ = ন্ধ)

সিন্ধু	অন্ধ	সন্ধি	বন্ধু	অন্ধকার	সুগন্ধি

মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয় করিলেন। লোকেরা তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিল। সেখানে অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হইল। জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর হইল। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুগন্ধি পছন্দ করিতেন।

ষ+ক=ষ্ক

শুষ্ক	নিষ্কৃতি	আবিষ্কার
দুষ্কার্য	নিষ্কর	পরিষ্কার

পাপীদিগকে দুষ্কার্য হইতে নিবৃত্ত কর। বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার আল্লাহর অবদান। ওজু করিলে দেহমন পরিষ্কার হয়। খলিফাগণ শুষ্ক রুটি ভক্ষণ করিতেন। সৎকর্মশীলগণ পরকালে নিষ্কৃতি পাইবে।

ষ+ট= ষ্ট

দুষ্ট	সৃষ্টি	দৃষ্টি	অদৃষ্ট
নষ্ট	বৃষ্টি	মিষ্টি	অভীষ্ট

আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ইহাতে সৃষ্টিকুল রক্ষা পায়। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে অনেক কষ্ট করিতে হয়। আলস্যে জীবন নষ্ট করিয়া অদৃষ্টকে দোষ দিওনা। দুষ্ট লোকে সর্বদা অপরের অনিষ্ট সাধন করে।

ষ+ঠ=ষ্ঠ

শ্রেষ্ঠ	নিষ্ঠুর	একনিষ্ঠ
কনিষ্ঠ	পাপিষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ

চরিত্রবান ব্যক্তিই সমাজে শ্রেষ্ঠ। আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র। হালাকু খাঁ বাগদাদে মুসলিমদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিল। একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদত কর।

ষ+ণ= ষ্ণ

কৃষ্ণ	উষ্ণ	তৃষ্ণ	সহিষ্ণু

গৌর, পীত ও কৃষ্ণ সকলের মর্যাদা সমান। দুগ্ধপানে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। সহিষ্ণুতা সাফল্যের চাবিকাঠি।

দুই ব্যঞ্জন বর্ণ যোগে শব্দ গঠন

(শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে বাক্য গঠন করিতে সাহায্য করিবেন)।

ক+ক= ক্ক	মক্কা, অক্কা, ধাক্কা, নিক্কণ, চিক্কণ
ক+স=ক্স	নক্সা, বাক্স, রিক্সা
ঙ+খ=ঙ্খ	শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা, পুঙ্খানুপুঙ্খ, উচ্ছৃঙ্খল, বিশৃঙ্খলা।
ঙ+ঘ=ঙ্ঘ	লঙ্ঘন, সঙ্ঘ
চ+চ=চ্চ	সাচ্চা, বাচ্চা, সচ্চরিত্র
চ+ছ=চ্ছ	ইচ্ছা, গুচ্ছ, প্রচ্ছদ, বিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছন্ন
জ+জ=জ্জ	লজ্জা, রজ্জু, সজ্জন, সাজসজ্জা, মজ্জাগত
জ+ঝ=জ্ঝ	কুজ্ঝটিকা
ঞ+ঝ=ঞ্ঝ	ঝঞ্ঝা
ট+ট=ট্ট	ঠাট্টা, কট্টর, অট্টালিকা
ড+ড=ড্ড	বড্ড, উড্ডয়ন গড্ডালিকা
ণ+ট=ণ্ট	কণ্টক, বণ্টন
ণ+ঠ=ণ্ঠ	কণ্ঠ, কুণ্ঠিত, লণ্ঠন, লুণ্ঠিত
ণ+ণ=ণ্ণ	বিষণ্ণ
ত+থ=থ্থ	উত্থান, উত্থাপন
দ+ঘ= দ্ঘ	উদ্ঘাটন
দ+দ=দ্দ	খদ্দর, খরিদ্দার, উদ্দেশ্য, মোকদ্দমা
দ+ভ=দ্ভ	উদ্ভিদ, সদ্ভাব, উদ্ভব, অদ্ভুত।
ধ+ন=ধ্ন	গৃধ্নু
ন+ত=ন্ত	দন্ত, হন্তা, শান্ত, চলন্ত, গন্তব্য

ন+ন=ন্ন	অন্ন, তন্ন, ছিন্ন, ভিন্ন, গিন্নি
প+ত=প্ত	লুপ্ত, সুপ্ত, সপ্তাহ, দীপ্তি, লিপ্ত
প+প=প্প	ধাপ্পা, খপ্পর
ব+জ=জ্জ	কুব্জ, নুব্জ, শব্জী
ব+দ=ব্দ	জব্দ, শব্দ, শতাব্দী
ব+ধ=ব্ধ	লব্ধ, প্রলুব্ধ, স্তব্ধ
ম+প=ম্প	দম্পতি, সম্পত্তি, সম্পন্ন, সম্পাদক
ম+ফ=ম্ফ	লম্ফ, ঝম্ফ,গুম্ফ
ম+ব=ম্ব	অম্বু, বিম্বু, অম্বর, এবম্বিধ
ম+ভ=ম্ভ	দম্ভ, আরম্ভ, কুম্ভীর, কুম্ভকার
ম+ম=ম্ম	সম্মান, সম্মুখ, সম্মেলন
ল+ক=ল্ক	শুল্ক, উল্কা, বল্কল
ল+প=ল্প	অল্প, সল্প, গল্প, তল্পি, কল্পনা
শ+চ=শ্চ	নিশ্চিত, বৃশ্চিক, দুশ্চিন্তা, নিশ্চেষ্ট
শ+ছ=শ্ছ	দুশ্ছেদ্য, শিরশ্ছেদ
হ+ন=হ্ন	চিহ্ন, মধ্যাহ্ন
হ+ণ= হ্ণ	পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ
হ+ম=	ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
স+খ= স্খ	পদস্খলন,
স+ট= স্ট	স্টেশন, স্টীমার, মাস্টার, স্টেডিয়াম
স+প= স্প	পরস্পর, স্পষ্ট, স্পর্ধা, অস্পৃশ্য
স+ফ= স্ফ	আস্ফালন, বিস্ফারিত, স্ফটিক

তিন ব্যঞ্জনবর্ণ যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

ক+ষ+ণ=ক্ষ্ণ	হযরত আয়েশা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না মহিলা ছিলেন।
ঙ+ক+ষ=ঙ্ক্ষ	মুসলিমগণ শাহাদাত লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন।
জ+জ+ব=জ্জ্ব	ওমরের খেলাফত ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়।
ন+ত+র=ন্ত্র	টেলিভিশন ইসলাম প্রচারের শক্তিশালী যন্ত্র ।
ন+ত+ব=ন্ত্ব	শোকে-দুঃখে মানুষকে সান্ত্বনা দাও।
ন+দ+ব=ন্দ্ব	মোমেনগণ দ্বন্দ্ব কলহ এড়াইয়া চলেন।
ন+ধ+র=ন্ধ্র	দুর্নীতির প্রতিটি রন্ধ্র বন্ধ করিয়া দাও।
ম+ভ+র=ম্ভ্র	হযরত খাদিজা অতি সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন
ম+প+র=ম্প্র	দুনিয়ার মুসলিম একই সম্প্রদায়ভুক্ত।
ষ+প+র=ষ্প্র	মজুদদারী প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য করিয়া তোলে। খাঁটি দুগ্ধ এখন দুষ্প্রাপ্য।
ষ+ট+র=ষ্ট্র	ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণ করে।
স+ত+র=স্ত্র	নবীজির স্ত্রীগণকে উম্মাহাতুল মুমেনীন বলা হয়।
ষ +ক +ঋ=ষ্কৃ	সুকৃতির আদেশ দাও, দুষ্কৃতি হইতে বিরত রাখ।
স+ত+ঋ=স্তৃ	জান্নাতের বিস্তৃতি পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত।
স+ম+ঋ =স্মৃ	হাদীস বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল।
স+প+ঋ=স্পৃ	অত্যধিক ধনস্পৃহা সর্বনাশ ডাকিয়া আনে।

শিয়াল ও মোরগ

একদিন এক শিয়াল মোরগকে দেখিয়া ধরিবার জন্য ছুটিল। মোরগও শিয়ালকে দেখিয়া প্রাণের ভয়ে এক গাছে গিয়া উঠিল। শিয়াল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া মোরগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,

"আস্‌সালামু আলাইকুম , ভাই মোরগ কেমন আছ?"

মোরগ বলিল, "ওয়া আলাইকুমুস সালাম, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্ , ভাই আল্লাহর রহমতে বেশ ভাল আছি"। শিয়ালা বলিল, " ভাই মোরগ, তুমি কি নবীর এ হাদীস জান না যে সালামের পর মুসাফাহা করিলে গুনাহ খাতা মাফ হইয়া যায়। গাছের নীচে নামিয়া এসনা ভাই একটু হাতে হাত মিলাই।"

মোরগ বলিল, "ভাই আমি আজ বড় ক্লান্ত। ইন্‌শাআল্লাহ আগামীতে ডবল মুসাফাহা করিয়া লইব।"

শিয়াল এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিল, "ভাই আল্লাহর নবী বলিয়াছেন : মোরগ একটি ভাল পাখী, সে মুয়াজ্জিন, লোকদিগকে নামাযের জন্য জাগাইয়া দেয়। তুমি আযান দিয়া দাও। দুইজনে মিলিয়া নামায পড়িয়া লই।"

মোরগ বলিল–"শিয়াল ভাই, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িবে তখন তোমরা আযান দিয়া জোহরের নামায পড়িবে। এখনও সূর্য পূর্ব দিকেই রহিয়াছে, তুমি কী মতলবে আযান দিতে বলিতেছ?"

শিয়াল বলিল– "ভাই আমার দিক ভুল হইয়াছে। আমি জোহরের নামাযের জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিতেছি।"

অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িলে শৃগালের অনুরোধে মোরগ উচ্চকণ্ঠে আযান হাঁকিয়া দিল।

শিয়াল বলিল– "মোরগ ভাই তাড়াতাড়ি নামিয়া এস, নামাযটা সারিয়া লই, আমার জরুরী কাজ আছে।"

মোরগ বলিল, "ভাই জামাতে নামায পড়ার মর্যাদা অনেক বেশী। তুমি ব্যস্ত না হইয়া অপেক্ষা কর। জামাতের ফযীলত লওয়ার চেষ্টা কর।"

শিয়াল বলিল– 'আল্লাহর নবীর এই হাদীসটি কি তোমার জানা নাই যে দু'জন থাকিলে একজন ইমাম আর একজন মুক্তাদী হইয়া নামায পড়িবে। অতএব দুইজনে জামাত হইবে। তুমি তাড়াতাড়ি নামিয়া এস'।

মোরগ বলিল– ভাই শিয়াল, আরবী ব্যাকরণে তোমার জ্ঞান কম। আরবীতে এক হইলে ওয়াহিদ, দুই হইলে তাসনিয়া এবং দুই এর বেশী হইলে জমা' হয়। কাজেই জামাতের জন্য আর এক জনের দরকার। তুমি আর একটু অপেক্ষা কর'।

শিয়াল মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন কী করা যায়।

এমন সময় মোরগ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল: "আলহামাদুলিল্লাহ, আমার বিশিষ্ট বন্ধু মিষ্টার ডগ আসিতেছেন। এই বার ভালভাবে জামাত হইবে।" শিয়াল এইবার ছুট দিল।

মোরগ চীৎকার করিয়া বলিল–"শিয়াল ভাই পালাও কেন, জামাতে নামায পড়িবে না ?"

শিয়াল বলিল,"ভাই আমার ওযু টুটিয়া গিয়াছে, ওযু করিয়া আসি।"

মোরগ বলিল–"ভাই কুরআন মাজীদে আছে, পাক মাটিতে তায়াম্মুম কর। কাজেই তুমি ফিরিয়া আসো, তায়াম্মুম করিয়াই নামায পড়।"

শিয়াল বলিল–"ভাই তুমি কুরআন মাজীদের যে কথা বলিলে তাহার আগে আছে, পানি যদি না পাও তাহা হইলে তায়াম্মুম কর। তাই আমি পানির খোঁজে চলিলাম।"

এই বলিয়া শিয়াল পালাইল। কুকুর আপন রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেল এবং মোরগ গাছ হতে নামিয়া বাড়ী গিয়া উঠিল।

কিয়ামত

তোমাদের চোখের সামানেই তোমরা অনেক লোককে মরিয়া যাইতে দেখিতেছে। প্রত্যেক মানুষই মরিবে, কেহই বাঁচিবে না। প্রশ্ন জাগে, মৃত্যুর পর মানুষ যায় কোথায়? কেহই তো ফিরিয়া আসে না। কাহারো কোন খবরও পাওয়া যায় না। তাহা হইলে কি মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে মিশিয়া যায়, আর ইহাই কি তাহার শেষ পরিণতি।

সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবীদের মাধ্যমে এই প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। একদিন এই দুনিয়া শেষ হইয়া যাইবে। কোন মানুষই আর বাঁচিয়া থাকিবে না। তারপর দুনিয়ার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ মরিয়াছে সকলকে আবার জীবিত করা হইবে। ঐ দিনের নাম কিয়ামত। ঐ দিনটি বড়ই কঠিন। সে দিন মানুষের সারা জীবনের সমস্ত কাজের হিসাব লওয়া হইবে। মানুষ যাহা করিতেছে তাহার খুঁটিনাটি আল্লাহ সবই জানেন। তাহা ছাড়াও প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে দুই জন সম্মানিত ফেরেশ্‌তা আছেন। তাহারা মানুষের কথাবার্তা ও কাজ কর্ম সারাক্ষণ লিখিয়া লইতেছেন। যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের কথা মানিয়া দুনিয়াতে ঠিকমত নামায রোজা ও অন্যান্য ফরযগুলি সম্পন্ন করিবে, পিতামাতার কথা মান্য করিবে ও তাহাদের সেবা করিবে, গরীব দুঃখী ও ইয়াতিমদের দুঃখ দূর করিবে, সকল মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে, সমস্ত খারাপ কাজ হইতে নিজেদেরকে বাঁচাইয়া রাখিবে, কিয়ামতের কিয়ামতের বিচারে উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা জান্নাত লাভ করিবে। জান্নাত বড় মজার জায়গা, বড় সুখের জায়গা। তাহার কোন তুলনা হয় না। মানুষ যাহা চাহিবে জান্নাতে তাহাই পাইবে। এই দুনিয়াতে যাহারা আল্লাহর নির্দেশ মত চলিবে না, কিয়ামতের বিচারে তাহারা অপরাধী গণ্য হইয়া দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। দোযখের মত কঠিন শাস্তির জায়গা দুনিয়ার কোথাও নাই। তোমরা জান্নাত লাভের জন্য এবং দোযখের কঠিন আযাব হইতে বাঁচার জন্য শৈশব কাল হইতেই ভাল কাজের প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দাও।

আমি কি ভুলিতে পারি

-মোঃ মোজাম্মেল হক

জনমের আগে জননীর বুকে জমালে মধুর বারি।
আমি কি ভুলিতে পারি।
মাথার উপর নীল চাঁদোয়ায় হাজার তারার মেলা।
অথৈ পানির দরিয়ায় ভাসে রাজ প্রাসাদের ভেলা।
অগ্নি-ঝরানো মরু পাড়ি দিতে পাঠালে উটের সারি।
আমি কি ভুলিতে পারি।
ঝির ঝির বওয়া রূপালী ঝরণা গান গাওয়া বুলবুল।
বন বনানীর সবুজ বৃক্ষে ডালে ডালে ফোটে ফুল।
মাচার লতায় আঙ্গুর দোলে দোলে তাজা তরকারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
এই পৃথিবীতে আলো ভরে দিতে সূর্য করেছ দান,
তোমার হাওয়ার স্নিগ্ধ পরশে জুড়ায় সবার প্রাণ।
সৃষ্টি বাঁচাতে পানির নহর করিয়া রেখেছ জারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
ঘোর বিপদের নিরাশ আঁধারে তোমায় ডেকেছি প্রভু,
বার বার তুমি করিয়াছ ক্ষমা ব্যর্থ করনি কভু।
ঝঞ্ঝা তাড়িত মৃত্যু না'- এর সাজিয়াছ কাণ্ডারী
আমি কি ভুলিতে পারি।

আমরা এ দেশের সেনা

মোঃ মোজাম্মেল হক

আমাদের এই দেশ আল্লাহর দান
এর লাগি আমাদের সব কোরবার।
চুমি এ দেশের মাটি গিরি পর্বত,
মাটি যার সোনা আর পানি শরবত।
মাঠ–হাট, নদী–ঘাট পাহাড়ের আগা,
এ দেশের সবটুকু নামাযের জা'গা।
আমাদের এই দেশে কোটি কোটি সেনা,
স্বাধীনতা আমাদের লোহু দিয়ে কেনা।
আমাদের এই দেশ মুজাহিদ ঘঁটি,
রুখবোই জান দিয়ে এ দেশের মাটি।
বখতিয়ারের ধূলি এ মাটিতে মেশা,
ঘুচবেন আমাদের জেহাদের নেশা।
সীমানায় দুশমন হলে আগুয়ান,
আমাদের তলোয়ারে হবে খান খান।

ইসলামী জাগারণ

-কাজী নজরুল ইসলাম

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান
দাওয়াত এসেছে নয়া যামানার
ভাঙ্গা কিল্লায় উড়ে নিশান।
নহি মোরা জীব ভোগ বিলাসের
শাহাদাত ছিল কাম্য মোদের
ভিখারীর সাজে খলীফা যাদের
শাসন করিল আধা জাহান।
তারা আজ ঘোরে ঘুমায়ে বেহুঁশ
বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান।
বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান
ঘুমাইয়া কাজা করেছ ফজর
তখনও জাগনি যখনও যোহর
হেলায় খেলায় কেটেছ আসর
মাগরিবের ঐ শুন আযান
জামাতে শামিল হওরে এশাতে
এখনও জামাতে আছে স্থান।
বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান

বাংলা সাত দিনের নাম

শুক্রবার	শনিবার	রবিবার	সোমবার
মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	

বাংলা বার মাসের নাম

১। বৈশাখ	৫। ভাদ্র	৯। পৌষ
২। জ্যৈষ্ঠ	৬। আশ্বিন	১০। মাঘ
৩। আষাঢ়	৭। কার্তিক	১১। ফাল্গুন
৪। শ্রাবণ	৮। অগ্রহায়ণ	১২। চৈত্র

আরবী বার মাসের নাম

১। মুহার্‌রম	৫। জমাদিউল আউয়াল	৯। রামাযান
২। সফর	৬। জমাদিউল আখির	১০। শাওয়াল
৩। রবীউল আউয়াল	৭। রজব	১১। জিলকদ্
৪। রবীউস সানী	৮। শাবান	১২। জিলহজ্ব

ইংরেজী বার মাসের নাম

১। জানুয়ারী	৫। মে	৯। সেপ্টেম্বর
২। ফেব্রুয়ারী	৬। জুন	১০। অক্টোবর
৩। মার্চ	৭। জুলাই	১১। নভেম্বর
৪। এপ্রিল	৮। আগস্ট	১২। ডিসেম্বর

বাংলা ছয়টি ঋতুর নাম

গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত	শীত	বসন্ত

বাংলায় দশটি দিকের নাম

পূর্ব	পশ্চিম	উত্তর	দক্ষিণ	ঈশান	অগ্নি	নৈর্ঋত	বায়ু	উর্দ্ধ	অর্ধ

"এই অভিনব ইসলামী বাল্য শিক্ষা শুধু শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, শব্দ শিক্ষা, বানান শিক্ষা, স্বর সংযোজন, আ-কার, ই-কার, প্রভৃতি যোগে শব্দ গঠন, স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ যোগে মামুলী বাক্য গঠন শিক্ষাদানেই সীমিত নয়। ইহার প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি বাক্যে ইসলামের মুলনীতি, আদর্শ ও মুসলমানের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ অত্যন্ত সহজভাবে সুকৌশলে শিশু শিক্ষার্থীদের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

..... প্রত্যেক মুসলিম অভিভাবকের উচিত তাহাদের ছেলে মেয়েদের হাতে এই বইখানা তুলিয়া ধরা। প্রাথমিক স্কুলের নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত এই বই পড়ানোর ব্যবস্থা খুবই ফলদায়ক প্রমাণিত হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ফুরকানিয়া মাদরাসা সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তো ইহা খুবই উপকারী হইবে। বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞান এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও ইহা খুবই উপযোগী।"

- সাপ্তাহিক আরাফাত

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহর অশেষ রহমতে ইসলামী বাল্য শিক্ষা বইটির অষ্টম সংস্করণ বের হলো। আমাদের বইটি শুধু বাংলাদেশেরই প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল মাদ্‌রাসাগুলিতে নয় বরং ভারতসহ সুদূর লন্ডনের কিন্ডারগার্টেনে সুবিজ্ঞ শিক্ষক মহোদয়গণ আমাদের বইটিকে পাঠ্য হিসেবে নির্বাচন করেন। কিন্তু নানাবিধ সমস্যার কারণে আমরা বইটি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারিনি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

প্রকাশনায় ঃ
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাইল ঃ ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬
website: www.tawheedpublications.com
Email: tawheedpublications@gmail.com
Facebook:www.facebook.com/TawheedPublication